

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি পদে শ্রীমতে চলাই হলো সর্বোচ্চ চার্ট, যে বাচ্চাদের শ্রীমতের প্রতি সম্মান আছে, তারা অবশ্যই মুরলী পড়বে"

প্রশ্নঃ - তোমাদের মতো ঈশ্বরীয় সন্তানদের কাছে কোন্ প্রশ্ন কেউই জিজ্ঞাস করতে পারে না ?

উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কেউই এই কথা জিজ্ঞাস করতে পারে না যে, তোমরা খুশীতে আছো, সন্তুষ্ট তোমরা ? কেননা, তোমরা বলো যে, আমরা সর্বদাই খুশী । পার ব্রহ্মে থাকা বাবার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো, তাঁকে পেয়ে গেছি, আর কিসের জন্য পরোয়া করবো। তোমরা যদি অসুস্থও থাকো, তাহলেও বলবে যে, আমরা খুবই খুশীতে আছি । ঈশ্বরের সন্তানদের কোনো বিষয়েরই উদ্বেগ থাকে না । বাবা যখন দেখেন যে, এর উপর মায়ার আঘাত হয়েছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন --- বাচ্চারা, তোমরা খুশীতে আছো তো ?

ওম্ শান্তি । বাবা বোঝান যে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এ কথা অবশ্যই আছে যে, বাবা যেমন বাবাও, তেমনই টিচার এবং সুপ্রীম গুরুও । তোমরা এই স্মরণে অবশ্যই থাকবে । এই স্মরণ তোমাদের কেউই কখনো শেখাতে পারে না । কল্প - কল্প বাবা এসেই শেখান । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন । একথা তোমাদের এখনই বোঝানো হয়, যখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র, দিব্য বুদ্ধি পেয়েছো । বাচ্চারা যদিও বুঝতে পারে, তবুও তারা বাবাকেই ভুলে যায়, তো টিচার বা গুরু কিভাবে স্মরণে আসবে ? মায়া অত্যন্ত প্রবল যে, বাবার তিন রূপকেই ভুলিয়ে দেয় । তখন বলে, আমরা হেরে গেছি । যদিও প্রতি পদে পদ্ম সম উপহার, তবুও হেরে গেলে কিভাবে পদ্ম হবে ? দেবতাদেরই পদ্মের নিদর্শন দেওয়া হয় । এ হলো ঈশ্বরীয় পার্থ । মানুষের পার্থ কখনো এমন হতে পারে না । দেবতাদের মহিমা যদিও করা হয়, তবুও উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন একমাত্র বাবা । বাকি ওদের বিশেষত্ব কোথায় ? আজ গাধার জাহাজ, কাল আবার রাজা । তোমরা এখন পুরুষার্থ করে এমন তৈরী হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষার্থতে অনেকেই ফেল করে যাই । জ্ঞান তো অনেকই সহজ তবুও খুব অল্পই এতে পাস হয় । তা কেন ? মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন, তোমরা চার্ট লেখো, তবুও লিখতেই পারে না । কখন লিখবে ? যদিও বা লেখে তো কখনো আপ আবার কখনো ডাউন । সর্বোচ্চ চার্ট তাদেরই হয় যারা প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকে । বাবা তো বুঝতেই পারবে যে, এই চিন্তার জন্য লজ্জা আসে । না হলে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতে চলা চাই । মুশকিলে এক বা দুই শতাংশই লিখতে পারে । শ্রীমতের প্রতি এতো সম্মান নেই । মুরলী পেলেও তারা পড়ে না । তারা হৃদয় দিয়ে অবশ্যই এ কথা বুঝতে পারে যে, বাবা তো সত্যি কথাই বলেন, আমরা মুরলীই পড়ি না তো অন্যদের কি শেখাবো ।

বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে, এতে বাবাও এসে গেলো আর শিক্ষকও এসে গেলো । অল্প কিছু শব্দেই সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে যায় । তোমরা এখানে আসোই এই জ্ঞান রিভাইজ করতে । বাবা যদিও এ কথা বোঝান, কারণ তোমরা নিজেরাই বলো যে, তোমরা ভুলে যাও, তাই তিনি আসেন রিভাইজ করতে । যদিও কেউ করেও তবুও রিভাইজ হয় না । ভাগ্যে না থাকলে প্রচেষ্টাও আর কি করবে । এই প্রচেষ্টাও এক বাবাই করান, তিনি এতে কাউকেই বিশেষ ভাবে কিছু আলাদা করান না । ওই পড়াতে তো অতিরিক্ত পড়ানোর জন্য টিচার রাখা হয় । বাবা তো ভাগ্য বানানোর জন্য সকলকেই একরস পড়ান । এক - একজনকে আলাদা আলাদা করে কিভাবে পড়াবেন - কতো বাচ্চা । ওই পড়াতে কোনো বড়লোকের সন্তানের জন্য যদি অনুরোধ করা হয় তাহলে অতিরিক্তও পড়ানো হয় । টিচার জানে যে, এই ছাত্র মোটা বুদ্ধির, তাই অতিরিক্ত পড়িয়ে তাকে স্কলারশিপের উপযুক্ত করে । এই টিচার এমন করেন না । ইনি তো সকলকেই একই রকম পড়ান । অতিরিক্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ টিচার কিছু কৃপা করেন । এমনিতে তারা অর্থও নেন, অতিরিক্ত সময় দিয়ে পড়ান যাতে সে বেশী বুদ্ধিমান হতে পারে । এই বাবা তো সকলকেই একই মহামন্ত্র দেন যে, "মনমনাভব" । ব্যস্ । বাবাই হলেন একমাত্র পতিত পাবন, তাঁর স্মরণেই আমরা পবিত্র হতে পারবো । বাচ্চারা, এ তোমাদেরই হাতে, তোমরা যত স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হতে পারবে । সমস্তকিছুই এক পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । ওরা তো তীর্থযাত্রা করতে যায় । একে অপরকে দেখেও যায় । বাচ্চারা, তোমরাও অনেক যাত্রাই করেছিলে কিন্তু কি হলো ? তোমরা নীচে নেমেই এসেছো । এই যাত্রা কিসের জন্য, এতে কি পাবে ? কিছুই জানতে না । এখন তোমাদের হলো স্মরণের যাত্রা । অক্ষর একটাই - "মনমনাভব" । এ হলো তোমাদের অনাদি যাত্রা । ওরাও বলে, এই যাত্রা আমরা অনাদি কাল ধরে করে আসছি । এখন তোমরা জ্ঞানের সঙ্গে বলো, কল্প কল্প আমরা এই যাত্রা করি । এই যাত্রা স্বয়ং বাবা এসেই

শোনান । ওই যাত্রায় মানুষ কতো ধাক্কা খায় । কতো শোরগোল হয় । আর এই যাত্রা হলো ডেড সাইলেন্সের যাত্রা । এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । বাবা তোমাদের এই প্রকৃত আত্মিক যাত্রা শিখিয়েছেন । ওই যাত্রা তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে করেছে, তবুও গাইতে থাকে --- চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলাম --তবুও ভগবানের থেকে দূরেই রইলাম । যাত্রা করে এসে আবার যদি বিকারে যায়, তাহলে কি লাভ । তোমরা এখন জেনেছো, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেহেতু বাবা এসেছেন । একদিন সকলেই জানতে পারবে যে বাবা এসেছে । অবশেষে ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যাবে ? এ তো কেউই জানে না । কেউ কেউ তো মনে করে যে, কুকুর - বিড়ালের মধ্যে পাওয়া যাবে । এই সবকিছুর মধ্যে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে ? এ কতবড় মিথ্যা । মিথ্যা এই খাওয়া, মিথ্যা পানীয়, মিথ্যাই এই রাত কাটানো ---তাই এ হলো মিথ্যা খণ্ড । সত্য খণ্ড স্বর্গকে বলা হয় । এই ভারতই স্বর্গ ছিলো । স্বর্গে সবই ভারতবাসীরা ছিলো, সেই ভারতবাসীরা এখন নরকে আছে । এই কথা তো তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারাই জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে এই ভারতকে আবার স্বর্গ তৈরী করছি । সেই সময় ভারতে আর কেউই থাকে না । সম্পূর্ণ বিশ্ব পবিত্র হয়ে যায় । এখন তো কতো বিভিন্ন ধর্ম এখানে । বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান শোনান । তিনি আবারও তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেন । তোমরাই সেই দেবতা ছিলে তারপর তোমরাই বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো । এই কথা কখনো কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী বা বিদ্বানের কাছে শুনেছো ? এই যে 'আমরাই সেই' কথার অর্থ বাবা কতো সহজ করে শোনান । 'আমিই সেইয়ের' অর্থ আমি আত্মা, আমি আত্মাই এমন চক্র পরিক্রমা করি । ওরা তো বলে দেয় - আমি আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আমি আত্মা । এমন একজনও নেই যে 'আমিই সেইয়ের' অর্থ জানে । বাবা বলেন, এই যে 'আমিই সেইয়ের' মন্ত্র, এই মন্ত্র সদা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা চাই । না হলে কিভাবে চক্রবর্তী রাজা হবে ? ওরা তো ৮৪ এর অর্থও বুঝতে পারে না । ভারতেরই উত্থান আর পতনের মহিমা আছে । সতোপ্রধান, সতো, রজো আর তমো । সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী...

বাচ্চারা, এখন তোমরা সবকিছুই জেনে গেছো । এক বীজরূপ বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তিনি এই সৃষ্টিচক্রে আসেন না । এমন নয় যে, আমি আত্মাই পরমাত্মা হয়ে যাই । তা নয়, বাবা তাঁর নিজের সমান জ্ঞানী তৈরী করেন আমাদের । তিনি আমাদের তাঁর নিজের সমান ভগবান বানান না, এই বিষয়কে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, তাহলেই বুদ্ধির চক্র চলতে পারে । তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো যে, আমরা কিভাবে ৮৪ এর চক্রে আসি । এতে সময়, বর্ণ এবং বংশাবলী সবই এসে যায় । এই জ্ঞানেই আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু হই । এই জ্ঞান থাকলেই আমরা অন্যকে তা দান করতে পারবো । ওই স্কুলে যখন পরীক্ষা হয় তখন যে পরীক্ষা পত্র আসে তা বিলেত থেকে আসে, কেউ আবার বিলেতে পড়তে যায়, তাই কোনো শিক্ষা মন্ত্রী তাদের এই পরীক্ষা পত্র চেক করে । এখানে তোমাদের পেপার কে চেক করবে ? তোমরা নিজেরাই তা করবে । নিজেরা যা চাও, তাই তৈরী হও । এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে বাবার কাছ থেকে যে পদ চাও, তাই নিয়ে নাও । বাবাকে যত স্মরণ করবে, যত সেবা করবে, ততই ফল পাবে । তাদের এই সেবা করার ইচ্ছা থাকবে, কারণ রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, আর এরজন্য প্রজারও তো প্রয়োজন, তাই না । ওখানে উজির ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না । এখানে তো সকলেরই বুদ্ধি কম তাই উজিরের দরকার হয় । এখানে বাবার কাছেও রায় নিতে আসে - বাবা, এমন হয়েছে, কি করবো ? এই কাজ কারবার কিভাবে করবো ? বাবা বলেন, দুনিয়ার এই কাজ কারবারের কথা এখানে এনো না । হ্যাঁ, যদি কারোর মন খারাপ হয়ে যায় বা কেউ হতাশ হয়ে যায়, তখন তিনি তার জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে দেন, কিন্তু এ আমার কোনো কাজ নয় । আমার কাজ হলো, তোমাদের এই বিশ্বের মালিক করার জন্য পতিত থেকে পবিত্র বানাই । তোমরা সদাই বাবার থেকে শ্রীমৎ নিয়ে চলতে হবে । এখন তো সকলেরই হলো আসুরী মত । ওখানে তো হলো সুখধাম । ওখানে কেউই এমন জিঞ্জেস করবে না যে, তোমরা খুশী আছো ? তোমাদের শরীর সুস্থ আছে তো ? এই কথা এখানেই জিজ্ঞাসা করা হয় । ওখানে এইসব কথা থাকে না । দুঃখধামের কোনো কথাই ওখানে থাকে না, কিন্তু বাবা জানেন, বাচ্চাদের মধ্যে মায়ার প্রবেশের কারণেই বাবা জিঞ্জেস করেন, তোমরা ঠিকঠাক খুশীতে আছো তো ? মানুষ তো এখানকার শব্দ বুঝতেই পারে না । কোনো মানুষ জিঞ্জেস করলে তোমরা বলতে পারো, আমরা তো ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের কি খুশীতে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করো ? পার ব্রহ্মে থাকা বাবার জানা তাঁকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো, এখন তাঁকে পেয়ে গেছি, এখন আর কিসের পরোয়া ? এই কথা সবসময় স্মরণে রাখা উচিত । আমরা কার সন্তান - এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে । আমরা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবো, তখন লড়াই শুরু হবে । তোমাদের অবশ্যই জিঞ্জেস করবে । তোমরা বলবে, আমরা তো সর্বদাই খুশী । অসুস্থ হলেও খুশীতে থাকি । তোমরা বাবার স্মরণে থাকলে স্বর্গের থেকেও বেশী খুশীতে থাকবে যেহেতু স্বর্গের বাদশাহী প্রদানকারী বাবাকে পেয়েছো । তিনি আমাদের কতো উপযুক্ত বানান, তাহলে কিসের পরোয়া ? ঈশ্বরের সন্তানদের কিসের পরোয়া ? ওখানে দেবতাদেরও কোনো পরোয়া নেই । দেবতাদের উপরে হলেন ঈশ্বর । তাহলে ঈশ্বরের সন্তানদের কিসের ভয় থাকতে পারে ? বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । বাবা আমাদের টিচার

এবং সদগুরু । বাবা আমাদের মাথায় মুকুট রাখেন । আমাদের ইংরাজীতে বলে ক্রাউন প্রিন্স । বাবার মুকুটই বাচ্চারা মাথায় দেয় । তোমরা বুঝতে পারো, এই সদগুরুতে সুখই সুখ । প্রত্যক্ষভাবে সেই সুখ তখনই পাবে যখন তোমরা ওখানে যাবে । এ তো তোমরাই জানো, যখন তোমরা এই শরীর ত্যাগ করে সত্যযুগে যাবে তখন সেখানে কি পাবে । এখন বাবা তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে পড়াচ্ছেন । তোমরা জানো যে, আমরা সত্যিই স্বর্গে যাই । ওরা যে বলে, অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু ওরা জানেই না যে, স্বর্গ আর নরক কাকে বলা হয় । কল্পের আয়ুই লাখ বছরের লিখে দিয়েছে । জন্ম - জন্মান্তর এই জ্ঞান শুনতে শুনতে নেমে এসেছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি । সত্য যুগ থেকে নেমেই এসেছে । আমরা এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে পৌঁছেছি । কল্প - কল্প বাবাই পড়াতে আসেন । বাবার কাছেই তো তোমরা থাকো, তাই না । ইনিই হলেন আমাদের প্রকৃত সদগুরু যিনি মুক্তি এবং জীবনমুক্তির পথ বলে দেন । এই বাবাও যেমন শেখেন তেমনই এনাকে দেখে তোমরা বাচ্চারাও শেখো । তোমাদের প্রতি পদে সাবধানে থাকতে হয় । মন - বচন এবং কর্মে খুবই শুদ্ধ থাকতে হবে । অন্তরে কোনরকম দুর্গন্ধের আবর্জনা থাকা উচিত নয় । বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যায় । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে বাবার দেওয়া শিক্ষাও ভুলে যায় । আমরা যে ছাত্র - এই কথাও ভুলে যায় । এ খুবই সহজ । বাবার স্মরণেই জাদু আছে । এমন জাদু আর কোনো বাবাই শেখাতে পারেন না । এই জাদুতেই মানুষ তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয় ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, সেই ধর্ম সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ, এই অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এরপর অন্য ধর্ম পরে বৃদ্ধি পায় । ক্রাইস্ট যেমন এসেছিলেন, তখন খুব অল্প সংখ্যায় মানুষ ছিলো । যখন অনেক হয়ে যাবে তখন রাজত্ব করতে পারবে । খৃস্টান ধর্ম এখন পর্যন্ত আছে । বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । ওরা জানে যে ক্রাইস্টের দ্বারাই আমরা খৃস্টান হয়েছি । আজ থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে ক্রাইস্ট এসেছিলেন । এখন তাঁর ধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে । খৃস্টানরা বলবে, আমরা ক্রাইস্টের । প্রথমে এক ক্রাইস্ট এসেছিলেন, তারপর তাঁর ধর্ম স্থাপন হয়, বৃদ্ধি হতে থাকে । এক থেকে দুই, দুই থেকে চার... এইভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে । এখন খৃস্টানের বৃষ্টি কতো বড় হয়ে গেছে । ফাউন্ডেশন (ভিত) হলো দেবী - দেবতার কুলের (ঘরানার), তাই ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । কিন্তু ভারতবাসীরা এ কথা ভুলে গেছে যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের প্রত্যক্ষ সন্তান ।

খৃস্টানরাও মনে করে, আদি দেব ছিলেন, যাঁর থেকেই এই মনুষ্য বংশাবলী । বাকি তারা তো তাদের ক্রাইস্টকেই মানবে, ক্রাইস্টকে, বুদ্ধকে মানুষ বাবা মনে করে । এ তো বৃষ্টির ঝাড় । যেমন খৃস্টানদের দেশে ক্রাইস্টের স্মরণ হয় । বাচ্চারা, তেমনই তোমরা এখানে তপস্যা করেছিলে, তাই তো তোমাদের স্মরণ আবুতে হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ডেড সাইলেন্সের প্রকৃত আত্মিক যাত্রা করতে হবে । 'আমিই সেই' - এই মন্ত্র সदा স্মরণে রাখতে হবে, তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে ।

২) মন - বচন এবং কর্মে অনেক শুদ্ধ থাকতে হবে । ভিতরে যেন কোনো দুর্গন্ধ - আবর্জনা না থাকে । প্রতি পদে সাবধান থাকতে হবে । শ্রীমতের সম্মান রাখতে হবে ।

বরদান:- "বাবা" শব্দের চাবিতে সর্ব সম্পদ প্রাপ্তকারী ভাগ্যবান আত্মা ভব*

আর কোনো জ্ঞানের বিস্তার যদি জানতে নাও পারো, না শোনাতে নাও পারো, কিন্তু এক "বাবা" শব্দ মন থেকে মেনেছো বা অন্যদেরও মন থেকে শুনিয়েছো, তো বিশেষ আত্মা হয়ে গেছো । দুনিয়ার সামনে মহান আত্মার স্বরূপে মহিমার যোগ্য হয়ে গেছো কেননা এক "বাবা" শব্দ সর্ব সম্পদ বা ভাগ্যের চাবিকাঠি । এই চাবি লাগানোর বিধি হলো মন থেকে জানা আর মানা । মন থেকে বলো - "বাবা", তো সম্পদ সदा হাজির ।

স্লোগান:- বাপদাদার প্রতি স্নেহ থাকলে সেই স্নেহে পুরানো দুনিয়াকে বলিদান দিয়ে দাও ।*